সপ্তর্ষি বিশ্বাস (১৯৭২-)

প্রতীক্ষার ঘর

পাড়াগাঁর ইস্টিশান,
কখন যে জেগে ওঠে, কখন নিঝুম ঘুমে ঘুমায় আবার
ঝুরিনামা বট তাই চেয়ে দেখে নিদ্রাহীন অযুত বৎসর...

যাত্রীর প্রতীক্ষা নিয়ে এইখানে, এই ইস্টিশানে
ভেঙে পড়ে গেছে কবে একদিন লাল-ইট প্রতীক্ষার ঘর...

তারপর এ স্টেশন থামাহীন, প্রতীক্ষাবিহীন...
বুড়ো বট ভাবে একা প্রথম ট্রেনের কথা এই ইস্টিশানে
মনে পড়ে পরাহত নানাবর্ণ ইঞ্জিনের দিন...

হে কবি, মৃত হে কবি

(কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর)

তোমারও পংক্তিগুলি অপর কবির মতো
প্রচারিত হবে এই মাঠে আরো কিছুকাল
সদ্য-ক্ষতর মতো বিয়োগের ওষধি বেদনা
জল লেগে জ্বলে উঠে আরো কিছুকাল
পোড়াবে গালের মাংস আরো কিছু মৃত্যুবাহী সহ মানুষের...
তারপর মধ্যরাতে একদিন তোমার সন্ততি
আঁতুড়ঘরের থেকে সদ্যোজাত কান্না শুনে ছুটে
উঠান পেরোতে গিয়ে ভুলে যাবে সমূলে তোমাকে...

আমার চিতার পাশে একা বসে ভাবি
কত যত্ন করে এই কোঠাবাড়ি গড়েছিলে তুমি—
জেগেছিলে তুমিও তো আঁতুড়ঘরের পাশে
সদ্যোজাত কান্না শুনবে বলে...

আমার খড়ের বাড়ি

সাদা সাদা মেঘগুলি ভেসে যায় পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে
মাঠের শরীর ছুঁয়ে ভেসে যায় দুঃসাহসী হাওয়ার সওয়ার
বিগত শিশুর কথা মনে করে অন্ধকারে মৃদু মৃদু কাঁপে
দিকচক্রবাল ঘেঁষে প্রান্তরের শ্যামলিম ঘাস...

পথে পথে পাতাগুলি ভেসে চলে দেহহীন দুপুরের ডাকে
সূর্যাস্তের পথ জুড়ে বিকালের পাখিগুলি খুঁজে ফেরে কাকে?
মনে পড়ে দূরে ওই নদী আর খণ্ড খণ্ড মেঘেদের কাছে
আমার ঘরের বাড়ি প্রতীক্ষার আজও যেন একা জেগে আছে...